জয় দিয়ে শুরু বাণীমন্দিরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ জয় দিয়ে অনূর্ধ্ব-১৭ সুব্রত কাপ ফুটবলে অভিযান শুরু করল বাণীমন্দির রেলওয়ে স্কুল। দিল্লি অ্যামিটি ইউনিভার্সিটির মাঠে বৃহস্পতিবার তারা ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে উত্তরপ্রদেশ স্পোর্টসকে। ১৪ মিনিটে জয়দীপচন্দ্র দাস এগিয়ে দেয় তাদের। ৩০ ও ৪২ মিনিটে অভিজিৎ সরকারের জোড়া গোল রয়েছে। অভিজিতের প্রথম গোলটিতেও জয়দীপের অবদান রয়েছে বলে বাণীমন্দিরের ম্যানেজার সুদীপ্তকুমার জানা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, জয়দীপের সঙ্গে ওয়াল খেলার পর অভিজিৎ দুজনকে কাটিয়ে সবার শেষে উত্তরপ্রদেশের গোলরক্ষককেও কাটিয়ে বল জালে রাখে। পাঁচ দলের গ্রুপে বাণীমন্দিরের পরের ম্যাচ শনিবার। গোয়ার চ্যাম্পিয়ন দলের মুখোমুখি হবে তারা। প্রতিযোগিতায় নামার আগে বাণীমন্দির কাপুরথালায় ১৫ দিন শিবির করে। সেখানে প্রধান কোচ উৎপল মুখার্জি ও গোলরক্ষক কোচ দীপঙ্কর দেবনাথের তত্ত্বাবধানে দলের ভারসাম্য গড়ে নিয়েছে তারা বলে সুদীপ্ত জানিয়েছেন।

ক্রিকেট লিগের উদ্বোধন ১১ই

রায়গঞ্জ, ৮ নভেম্বর ঃ জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃক্লাব প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিশন ক্রিকেট লিগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ১১ নভেম্বর হবে। সংস্থার ক্রিকেট সচিব জয়ন্ত দাস জানিয়েছেন, রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠেয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সিএবি-র আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব-১৬ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন উত্তর দিনাজপুর দলকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। এছাড়াও জেলার প্রাক্তন ক্রিকেটারদের সম্মান জ্ঞাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে। তাদের নিয়ে রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে একটি প্রদর্শনী ক্রিকেট ম্যাচেরও আয়োজন করা হবে। পাশাপাশি প্রথমবার ক্রিকেট লিগের জন্য টাইটেল স্পনসরের ব্যবস্থা করতে পারায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন জয়ন্তবাবু। এবারের প্রথম ডিভিশন লিগে ১০টি দল অংশ নিয়েছে। দ্বিতীয় ডিভিশনে দলের সংখ্যা ৮। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে প্রথম ডিভিশনের উদ্বোধনী ম্যাচ ১৫ নভেম্বর।

মালদা অ্যাথলেটিকস দল রওনা আজ

মালদা, ৮ নভেম্বর ঃ ১০-১২ নভেম্বর কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠেয় রাজ্য বিদ্যালয় অ্যাথলেটিকস মিটের জন্য মালদা দল শুক্রবার রওনা হবে। জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সচিব দিলীপ দাস ঘোষিত দলে রয়েছে বাপন মণ্ডল, রবিউল শেখ, সহিরুল হক, সপ্তমী মণ্ডল, অনিমা মণ্ডল, তাপসী ঘোষ ও ইতি সাহা (অনূর্ধ্ব-১৯), অরিন্দম ঝা, সুজিত বসাক, জয়ন্ত মণ্ডল, আনোয়ার হোসেন, আব্দুল হাকিম, রাখি সাহানি, অর্চনা মণ্ডল, শিখা মণ্ডল ও পূজা মণ্ডল (অনূর্ধ্ব-১৭), কমলেশ চৌধুরি, অর্কপ্রিয় মণ্ডল, চন্দনা মণ্ডল, সফিনা বানু, শিপ্রা মণ্ডল ও পম সরকার (অনূর্ধ্ব-১৪)। কোচ ও ম্যানেজার যথাক্রমে পুলককুমার ঝা ও সুদামচন্দ্র ঘোষ।

জয়ী শ্যামল-মিন্টু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ দুদিন বিরতির পর শক্তিগড় শৈলেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবের ননীবালা রায় ও নিত্যানন্দ রায় ট্রফি অকশন ব্রিজ শুরু হল। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন শ্যামল বাগচী-মিন্টু রাহা, সাধন ঘোষ-সুবীর ভট্টাচার্য ও কুমুদ গুপ্ত-বিজয় প্যাটেল।

ভারত ছাড়ো বিতর্কে বোর্ডের কাঠগড়ায় কোহলি

আইপিএলে ভুবিদের বিশ্রামের প্রস্তাব বিরাটের, পাশে দাঁড়ালেন না রোহিত

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর ঃ ২০১৯ বিশ্বকাপকে পাখির চোখ করছেন বিরাট কোহলি।

লক্ষ্যপূরণে আইপিএল থেকে ভুবনেশ্বর কুমার, জসপ্রীত বুমরাহ সহ পেস ব্রিগেডের বিশ্রামের পক্ষে জোরালো সওয়াল করলেন ভারত অধিনায়ক। সুপ্রিমকোর্ট নিযুক্ত সিওএ-র সঙ্গে বৈঠকে এই দাবি তোলেন বিরাট। বৈঠকে কোহলির সঙ্গে হাজির ছিলেন আজিঙ্কা রাহানে, রোহিত শর্মা, রবি শাস্ত্রী ও নির্বাচক কমিটির প্রধান এমএসকে প্রসাদ। বিরাটদের তরফে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে পেসারদের গুরুত্ব তুলে ধরে বিশ্রামের প্রস্তাব দেওয়া হয়।

ইংল্যান্ডে বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে ৩০ মে। চলবে ১৪ জুলাই পর্যন্ত। আইপিএল এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে শুরু হয়ে চলবে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত। অর্থাৎ, আইপিএল শেষের সপ্তাহ দুয়েকের কম সময়ের মধ্যে মিশন বিশ্বকাপের জন্য ইংল্যান্ডে উড়ে যাওয়া। পেসাররা আইপিএল না খেলে তরতাজা হয়ে বিশ্বকাপে যাক, সেটাই চাইছেন বিরাট। বিনোদ রাইরা বিরাটের প্রস্তাবকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। তবে এখনও চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত তারা নিয়ে উঠতে পারেননি বলে সূত্রের খবর।

ইংল্যান্ডের মাটিতে পেসাররা সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি। বিশেষত, ভুবনেশ্বর-বুমরাহের পারফরম্যান্সের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে দলকে। আর এই ভাবনা থেকেই আইপিএল থেকে ভুবিদের দূরে রাখার প্রস্তাব। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটাররা যাতে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তার জন্য ক্ষতিপূরণের কথা বলা হয়েছে টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে। সূত্রের খবর, সিওএ-র সঙ্গে আলোচনায় আইপিএলের চিফ অপারেটিং অফিসার হেমাং আমিন বিষয়টি নিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির সঙ্গে কথা বলার উপর জোর দিয়েছেন।

আমিনের যুক্তি, প্রস্তাব মানলে একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সেক্ষেত্রে বিকল্প ভাবনার সুযোগ দিতে প্লেয়ার ট্রান্সফার উইন্ডো বন্ধের আগেই তাদের বিষয়টি জানাতে হবে। প্রসঙ্গত, ১৫ নভেম্বরের মধ্যে প্লেয়ার ট্রান্সফার উইন্ডো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তার আগেই বিষয়টির নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। বোর্ডের এক শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকের মতে, এব্যাপারে বেশ কিছু প্রস্তাব, মতামত শোনা যাচ্ছে। তবে কোনো পদক্ষেপ এখনও পর্যন্ত করা সম্ভব হয়নি।

অতীতে গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট বা সফরের কথা মাথায় রেখে আইপিএলে ভুবনেশ্বরদের বিশ্রাম দিয়ে খেলানো হয়েছে। কিন্তু পুরো টুর্নামেন্টে বিশ্রামের প্রস্তাব ফ্র্যাঞ্চাইজিদের পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন। বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত হবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। প্রথম একাদশের মূল দুই বোলার বুমরাহ ও হার্দিক পান্ডিয়াকে খেলাতে পারবে না তারা। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ আইপিএলে পাবে না ভুবনেশ্বরকে। বৈঠকে যার বিরোধিতা করতে শোনা গিয়েছে খোদ রোহিতকেই। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক হিসেবে রোহিতের যুক্তি, যদি তার দল প্লে-অফে ওঠে এবং বুমরাহ ফিট থাকে, তাহলে তাকে বিশ্রাম দেওয়া সম্ভব হবে না।

বোর্ডের শীর্ষ আধিকারিকদের একাংশ মনে করেন, পুরো আইপিএলে বিশ্রাম দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিশ্রাম দিলে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কারও মতে, প্রথম পর্বে খেলুক প্রত্যেকেই। বিশ্রাম দেওয়া হোক শুধু দ্বিতীয় পর্বের জন্য। তাহলে বিশ্বকাপের আগে মাসখানেক রেস্ট হয়ে যাবে ভুবনেশ্বরদের। অনেকের মতে, প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে বেশিদিন বাইরে থাকলে ছন্দে ফিরতে কিন্তু সময় লাগবে। সেক্ষেত্রে হিতে বিপরীত হতে পারে। ম্যাচ প্র্যাকটিসের অভাবে সমস্যায় পড়ে যেতে পারেন ভুবিরা।

এদিকে, 'ভারত ছেড়ে চলে যাও', সমর্থকদের উদ্দেশ্যে মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বড়োসড়ো সমস্যায় পড়তে পারেন বিরাট। এমনকী বোর্ডের বার্ষিক চুক্তি থেকেও সরানো হতে পারে তাঁকে। বিসিসিআইয়ের কোষাধ্যক্ষ অনিরুদ্ধ চৌধুরি ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বলেন, 'বোর্ড ক্রিকেট সমর্থকদের গুরুত্ব দেয়। সম্মান জানায় তাদের ভাবনাকে। সুনীল গাভাসকারের খেলা দেখতে ভালোবাসতাম। ভালোবাসতাম গ্রিনিজ, হেনেস, রিচার্ডসকেও। একইভাবে শচীন, শেহবাগ, সৌরভ, লক্ষ্মণ, দ্রাবিড়ের পাশাপাশি মার্ক ও, ব্রায়ান লারাদের ব্যাটিং আমাকে টানত। কুম্বলে, কপিলের সঙ্গে শেন ওয়ার্ন, হ্যাডলি, বথাম, ইমরানরা ছিলেন আমার পছন্দের তালিকায়। ক্রিকেট আবেগ, ভালোবাসার কোনো ভৌগোলিক, রাজনৈতিক সীমারেখা হয় না। বিষয়টি বিরাটের ভাবা উচিত। ভারতীয় সমর্থকরা যদি অন্য দেশে চলে যায়, তাহলে পিউমা বা অন্যান্য স্পনসররা ১০০ কোটি টাকার চুক্তি ওর সঙ্গে করবে না। বোর্ডের আয়ও তলানিতে পৌঁছোবে। ধাক্কা খাবে ক্রিকেটারদের আর্থিক চুক্তির পরিমাণও। আর স্পনসরশিপ চুক্তিপত্র খতিয়ে দেখলে, বিরাটই বুঝতে পারবে, ও চুক্তির ধারা ভঙ্গ করেছে। একইভাবে ভঙ্গ করেছে বোর্ডের বার্ষিক চুক্তির বিধিও।'

ভারত ছাড়ো বিতর্কে বিরাট অবশ্য পাশে পেয়েছেন বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণিয়াম স্বামীকে। তিনি বলেন, 'বিরাট কি ভুল বলেছে। প্রত্যেকেই নিজস্ব মতামত দেওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে। বিরাটও তাই করেছে। অথচ, সংশ্লিষ্ট সমর্থককে নয়, সংবাদমাধ্যম শুধুমাত্র বিরাটকেই কাঠগড়ায় তুলেছে।' প্রসঙ্গত, বিরাটের সমালোচনা করে এক সমর্থক লিখেছিলেন, 'বিরাট মোটেই স্পেশাল ক্রিকেটার নয়। ওকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়। ওর চেয়ে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের খেলা ভালো লাগে।' তারপরই বিরাট সংশ্লিষ্ট সমর্থককে পালটা দেন, 'বিদেশি ক্রিকেটারদের যখন ভালো লাগে, তখন ভারত ছেড়ে বিদেশে গিয়েই থাকুন।'

বোল্টের হ্যাটট্রিকে জয় কিউয়িদের

অ্যাকশন নিয়ে বিতর্কে হাফিজ

আবু ধাবি, ৮ নভেম্বর ঃ টি২০ সিরিজে নিউজিল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশ করার পর প্রথম একদিনের ম্যাচে ধাক্কা খেল পাকিস্তান। ট্রেন্ট বোল্টের দুরন্ত বোলিংয়ে ভর করে ৪৭ রানে জয় পেল কিউয়িরা। তৃতীয় নিউজিল্যান্ড বোলার হিসেবে হ্যাটট্রিক করলেন বোল্ট। প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ২৬৬ রান তোলে নিউজিল্যান্ড। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৪৭.২ ওভারে ২১৯ রানেই শেষ হয়ে যায় সরফরাজ আহমেদদের ইনিংস। কিউয়িদের হয়ে রস টেলর ৮০ এবং টম ল্যাথাম ৬৮ রান করেন। শুরুতেই বোল্টের হ্যাটট্রিকে ৮ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে খোঁড়াচ্ছিল পাকিস্তান। এরপর অধিনায়ক সরফরাজ আহমেদ (৬৪) এবং ইমাদ ওয়াসিম (৫০) কিছুটা লড়াই করলেও তা জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না। বোল্ট বলেন,'হ্যাটট্রিকের থেকেও দলের জয়ে আমি বেশি খুশি। কেরিয়ারে প্রথম হ্যাটট্রিক করে দারুণ অনুভূতি হচ্ছে।' প্রথম ম্যাচ জিতে তিন ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল কিউয়িরা।

অন্যদিকে, এই ম্যাচে বোলিং অ্যাকশন নিয়ে ফের বিতর্কে জড়ালেন পাক বোলার মহম্মদ হাফিজ। প্রথম ওভারে বল করার সময়ই কিউয়ি ব্যাটসম্যান রস টেলর আম্পায়ারের কাছে হাফিজের বোলিং অ্যাকশন নিয়ে অভিযোগ করেন। যদিও এই দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়েছে পাক শিবির। ম্যাচ শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে পাক অধিনায়ক সরফরাজ আহমেদ বলেন,'একজন পেশাদার ক্রিকেটার হিসাবে ম্যাচের সময় টেলর যে ভঙ্গিতে কথা বলেছেন, সেটা সঠিক নয়। হাফিজের অ্যাকশন নিয়ে কোনো সমস্যা দেখা যায়নি, ইচ্ছাকৃতভাবেই বিতর্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে। আমরা টেলরের বিরুদ্ধে আম্পায়ারের কাছে অভিযোগ করেছি।'এর আগে ২০১৪, ২০১৫, ২০১৭ সালে বোলিং অ্যাকশনের জন্য আইসিসি তিনবার সাসপেন্ড করেছিল হাফিজকে।

মেক্সিকোর একটি রেস্তোরাঁয় বাগদত্তার সঙ্গে ডিনার ডেটে দিয়েগো মারাদোনা।

ভারত সিরিজ

টেস্টের লক্ষ্যে টি২০ সিরিজে স্টার্ক-লিয়নকে বিশ্রাম অসিদের

মেলবোর্ন, ৮ নভেম্বর ঃ দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ভারতের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে নাথান লিয়ন এবং মিচেল স্টার্ককে বিশ্রাম দিল অস্ট্রেলিয়া টিম ম্যানেজমেন্ট। তাঁদের পরিবর্তে দলে এলেন মার্কাস স্টোয়িনিস এবং জেসন বেহেরনড্রফ। টেস্ট সিরিজের কথা ভেবেই এই দুই ক্রিকেটারকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে বলে জানান অসি কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার। চোট পাওয়ার পর ফিটনেস টেস্টে উত্তীর্ণ হয়েই অস্ট্রেলিয়া দলে ফের সুযোগ পেলেন বেহেরনড্রফ। দল নির্বাচনের পর অসি কোচ বলেন, 'আমরা সদ্য সংযুক্ত আরব আমিরশাহি সফর থেকে ফিরেছি। সামনের কয়েক মাসে ঘরের মাঠে ঠাসা ক্রীড়াসূচি রয়েছে। তারপরেই শুরু বিশ্বকাপ। তাই দুই ক্রিকেটার যাতে তরতাজা হয়ে টেস্ট ম্যাচে নামতে পারেন সেজন্য বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত। টি২০ ম্যাচে মিডল অর্ডারে মার্কাস অত্যন্ত কার্যকরী ক্রিকেটার।' পাকিস্তানের কাছে টি২০ সিরিজে হোয়াইট ওয়াশ হলেও প্রোটিয়া এবং ভারতের বিরুদ্ধে টি২০ ম্যাচেও নেতৃত্বের ভার থাকছে অ্যারন ফিঞ্চের উপরেই।

অন্যদিকে, ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচের আগেই ফিট হয়ে যাওয়ার বিষয়ে আশাবাদী উসমান খোয়াজা। গতমাসে আবু ধাবিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট চলাকালীন হাঁটুতে চোট পান খোয়াজা। তবে মেন ইন ব্লু-র বিরুদ্ধে দলে ফেরার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী এই অসি ব্যাটসম্যান। তাঁর কথায়,'আমি দ্রুত উন্নতি করছি। আগের থেকে অনেকটাই সুস্থ। আশা করছি, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই মাঠে নেমে হালকা ট্রেনিং শুরু করে দিতে পারব।' শুধু বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজেই নয়, খোয়াজার পাখির চোখ আগামী বছরের বিশ্বকাপে। তাঁর বক্তব্য,'বিশ্বকাপের দলে থাকাটা আমার লক্ষ্য। দ্রুত সুস্থ হয়ে দলে ফেরার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী।' আগামী ৬ ডিসেম্বর শুরু হচ্ছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্ট।

বছরের চতুর্থ সোনা সৌরভের

কুয়েত সিটি, ৮ নভেম্বর ঃ এশিয়াডে সোনা জিতে প্রথম বিশেষজ্ঞদের নজরে এসেছিলেন। তারপর সেপ্টেম্বরে বিশ্ব শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপ ও গত মাসে যুব অলিম্পিকেও হলুদ পদক গলায় ঝোলান তিনি। সেই স্বপ্নের ফর্ম অব্যাহত রেখে চলতি বছরের চতুর্থ ব্যক্তিগত সোনা জিতলেন ভারতের উঠতি শুটার সৌরভ চৌধুরি। বৃহস্পতিবার তিনি এশিয়ান এয়ার গান চ্যাম্পিয়নশিপে পোডিয়ামের শীর্ষস্থান দখল করেন। আটজনের ফাইনালে ১৬ বছরের সৌরভ ২৩৯.৮ পয়েন্ট নিয়ে সোনা জিতেছেন। ২৩৭.৭ পয়েন্ট নিয়ে রুপো দখল করেন তাঁর সতীর্থ অর্জুন সিং চিমা। ব্রোঞ্জ গিয়েছে চাইনিজ তাইপের হুয়াং উই-তির (২১৮ পয়েন্ট) দখলে। আনমোল জৈন (১৯৫.১ পয়েন্ট) চতুর্থ হওয়ায় অল্পের জন্য অল ইন্ডিয়ান পোডিয়াম ফিনিশ থেকে বঞ্চিত হন ভারতীয় শুটাররা। শুধু ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নয়, টিম ইভেন্টেও অর্জুন ও আনমোলকে নিয়ে সোনা জিতে নেন মিরাটের সৌরভ। তাঁরা ১৭৩১ পয়েন্ট পেয়েছেন।

আয়ুষ্মান নন্দী ও স্বপ্নদীপ চৌধুরি। *ছবি ঃ জ্যোতি সরকার*

রাজ্য দলে স্বপ্নদীপ, আয়ুষ্মান

জলপাইগুড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ অন্ধ্রপ্রদেশের কাডাপ্পায় চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠেয় জাতীয় বিদ্যালয় ব্যাডমিন্টনের জন্য অনূর্ধ্ব-১৭ রাজ্য বিদ্যালয় দলে সুযোগ পেয়েছে জলপাইগুড়ির স্বপ্নদীপ চৌধুরি। অন্যদিকে, পুনেতে ডিসেম্বরে অনুষ্ঠেয় রাজ্য বিদ্যালয় ব্যাডমিন্টনের জন্য অনূর্ধ্ব-১৪ রাজ্য বিদ্যালয় দলে প্রতিনিধিত্ব করবে সপ্তম শ্রেণির আয়ুষ্মান নন্দী। দুজনেই টাউন ক্লাবের শাটলার।

কোচবিহার অ্যাথলেটিকস দল

কোচবিহার, ৮ নভেম্বর ঃ ১০-১২ নভেম্বর কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠেয় রাজ্য বিদ্যালয় অ্যাথলেটিকস মিটের জন্য কোচবিহার দল শুক্রবার রওনা হবে। জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের সচিব উত্তমকুমার রায় ঘোষিত দলে রয়েছে বিউটি বর্মন, রিনা রায়, শম্পা বর্মন, রমেন দেবসিংহ, গোপাল সরকার, আবেদা খাতুন, সঞ্জয় দাস, মাসুদ রহমান রানা, প্রসেনজিৎ রায় ও অনিমেষ বর্মন। কোচ ও ম্যানেজার যথাক্রমে অনুকূল অধিকারী ও প্রসেনজিৎ দত্ত।

কোচবিহারের সৌরভ-সুরজিতের জার্মানি যাত্রা আর্থিক সংকটে অনিশ্চিত

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৮ নভেম্বর ঃ জার্মানিতে আন্তর্জাতিক বডি বিল্ডিংয়ে নামার সুযোগ পেলেও আর্থিক সংকটে অনিশ্চয়তায় কোচবিহারের সুরজিৎ রায় ও সৌরভ ভাদর। গুয়াহাটিতে জাতীয় বডি বিল্ডিংয়ে সেরা হয়েই ২৪-২৬ নভেম্বর জার্মানির হামবুর্গে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নামার সুযোগ পেয়েছেন কোচবিহারের দুই বডি বিল্ডার। সুরজিৎ ৬৫ কেজি ও সৌরভ ৮৫ কেজি ওজন বিভাগে যোগ্যতা অর্জন করেছেন। সুরজিৎ-সৌরভের জার্মানি যাত্রা নিশ্চিত করতে তাঁদের পরিবার ও উত্তরবঙ্গ বডি বিল্ডিং অ্যাসোসিয়েশন বিভিন্ন সংগঠনের কাছে আর্থিক সহযোগিতার আবেদন রেখেছে।

বিশ্বসেরা বডি বিল্ডারদের আসরে ভারত থেকে মোট ৮ জন সুযোগ পেয়েছেন। যেখানে নাম রয়েছে কোচবিহারের দুই বডি বিল্ডারেরও। সবকিছু ঠিক থাকলে ২২ নভেম্বর রাতে তাঁদের জার্মানির উদ্দেশে রওনা হওয়ার কথা। কিন্তু প্রতিযোগিতাটিতে অংশ নিতে হলে একেকজনের ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা করে প্রয়োজন। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে এখন হিমসিম অবস্থা তাঁদের পরিবারের।

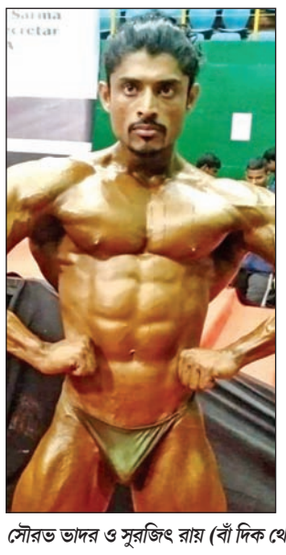

সৌরভ ভাদর ও সুরজিৎ রায় (বাঁ দিক থেকে)। *ছবি ঃ জয়দেব দাস*

সুরজিতের বাড়ি কোচবিহার শহর লাগোয়া খাগড়াবাড়িতে। বাবা সুনীলকুমার রায় পেশায় রাজমিস্ত্রি। আর্থিক অবস্থা ভালো না হলেও ছেলেকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি তিনি। সুরজিৎ নিয়মিত শহরের একটি ক্লাবে বডি বিল্ডিংয়ের প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন। সুরজিৎ বলেছেন, 'অনেক চেষ্টা ও সকলের আশীর্বাদে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নামার সুযোগ পেয়েছি। সেখানে লড়াই করার জন্য পুরোদমে প্রস্তুতি নিচ্ছি। কিন্তু সেজন্য প্রচুর খরচ। চিন্তায় রয়েছি সেই টাকা কীভাবে জোগাড় হবে।'

অন্যদিকে, সৌরভের বাড়ি শিবযজ্ঞ এলাকায়। বাবা শ্যামল ভাদর সরকারি কর্মচারী হলেও অর্থের অভাব রয়েছে তাঁরও। সৌরভ বলেছেন, 'খুব ইচ্ছা রয়েছে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার। সেই সুযোগও অর্জন করেছি। আশা করছি আর্থিক বাধা কাটিয়ে জার্মানি যেতে পারব।' উত্তরবঙ্গ বডি বিল্ডিং অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানা গিয়েছে, সুরজিৎ ও সৌরভ প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে অনুশীলন শুরু করেন। নিয়মিত ৬-৭ ঘণ্টা অনুশীলন করেন তাঁরা। খাবারের ক্ষেত্রেও কিছু নিয়ম সৌরভ-সুরজিৎকে মানতে হয়। তেল-মশলা ও ফাস্টফুড বাদ তাঁদের খাদ্যতালিকা থেকে। ডিম, মাংস, শাকসবজি-সবই সেদ্ধ করে খেতে হয়। সংস্থার সচিব ভবেশচন্দ্র রায় বলেছেন, 'খুব কম বডি বিল্ডারই কোচবিহার থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে অংশ নিয়েছে। সুরজিৎ-সৌরভ নিজেদের যোগ্যতাতেই তা অর্জন করেছে। ওরা দুজনেই আমাদের গর্ব। আমরা বিভিন্ন সংস্থা, জনপ্রতিনিধিদের কাছে ওদের সাহায্যের জন্য আবেদন রেখেছি। তাঁরা সাড়া দিলে ওরা ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে।'

'সমর্থকদের বিচার করতে দিন'

আমরাই সেরা, শাস্ত্রীর মন্তব্যে অসন্তুষ্ট সিওএ

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর ঃ গত ১৫ বছরে বিদেশ সফরকারী দলগুলির মধ্যে আমরাই সেরা।

ইংল্যান্ড সফরের মাঝে বুক বাজিয়ে বলেছিলেন রবি শাস্ত্রী। রীতিমতো বিতর্ক তৈরি হয়েছিল ভারতীয় দলের হেডকোচের যে মন্তব্য ঘিরে। কারণ, বিগত দেড় দশকে বিদেশে স্মরণীয় সাফল্যগুলি এসেছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, অনিল কুম্বলে, রাহুল দ্রাবিড়ের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলের থেকে। সেখানে বিরাটের দল ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে মুখ থুবড়ে পড়েছে। যা নিয়ে সৌরভ, গাভাসকাররা সমালোচনায় মুখর হন। বীরেন্দ্র শেহবাগের মতো কেউ কেউ মাঠে তা প্রমাণ করার পরামর্শও দেন। শুধু ক্রিকেটমহলই নয়, কমিটি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (সিওএ) শাস্ত্রীর এহেন মন্তব্য ভালোভাবে নেয়নি।

বিনোদ রাই, ডায়না এডুলজিরাও কথার বদলে শাস্ত্রীদের ক্রিকেটে ফোকাস রাখার পরামর্শই দিয়েছেন। আর বিচারের বিষয়টি সমর্থকদের উপরই ছাড়তে বলেছেন। বৈঠকের অ্যাজেন্ডা ছিল ইংল্যান্ড সফরে ব্যর্থতার পর্যালোচনার পাশাপাশি আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরের পরিকল্পনা। কিন্তু সংবাদমাধ্যমের সমালোচনার প্রসঙ্গ টেনে শাস্ত্রী দলের গুণগান, শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বলার সময়ই তাঁকে থামিয়ে দেন সিওএ-র এক সদস্য। বলেন, 'আমাদের এখন বৈঠকের বর্তমান অ্যাজেন্ডা ও অসি সফরের পলিসি নিয়ে আলোচনা করা উচিত। তাছাড়া ভারত বিশ্বের সেরা সফরকারী দল, এটা আপনি (শাস্ত্রী) ঠিক করতে পারেন না। বিচারের ভারটা সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদের উপরই ছেড়ে দিন।'

ইংল্যান্ডে ৩-১ হারের বিষয়টিও তুলে ধরা হয় বৈঠকে। উপস্থিত এক সিনিয়র শীর্ষস্থানীয় কর্তা কোহলি-শাস্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন, 'বিদেশ সফরে দলের থেকে সাফল্যের দাবি বিসিসিআই করে থাকলে কোনো ভুল নেই। প্রয়োজনমাফিক সবকিছু দেওয়া হয়েছে আপনাদের। বিশাল অঙ্কের বার্ষিক চুক্তি, বিশ্বমানের প্র্যাকটিস পরিকাঠামো, সাপোর্ট স্টাফ—সব কিছু। পারফরম্যান্সেও যার প্রতিফলন পড়া উচিত।'